ইউনিক প্রগ্রেসিভ স্কুল, ময়মনসিংহ ও প্রগ্রেসিভ নার্সারী স্কুল, ময়মনসিংহ

www.uniqueprogressiveschool.com www.progressivenurseryschool.com

নোটিশ

এতদ্বারা **ইউনিক প্রগ্রেসিভ স্কুল, ময়মনসিংহ ও প্রগ্রেসিভ নার্সারী স্কুল, ময়মনসিংহ** -এর সকল ছাত্র/ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২৫** উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুসলিম ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। আগামী **২৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় মুসলিম ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত প্রতিযোগিতায় কোন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করতে চাইলে সম্মানিত অভিভাবক নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবেন।

যে সকল শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে তারা আগামী ১৮ মার্চ ২০২৫ সকাল ১১ টায় বিদ্যালয়ে নাম জমা দিয়ে ২০১ নং কক্ষ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিয়ে যাবে ।

প্রতিযোগিতার বিষয়, সময়সূচি ও নিয়মাবলি :

	গ্রুপ	শ্রেণি	বিষয়	সময়
আবৃত্তি প্রতিযোগিতা	ক-গ্রুপ	নার্সারী-দ্বিতীয় শ্রেণি	সংকল্প- কবি-কাজী নজরুল ইসলাম	**২৫ মার্চ, ২০২৫ খ্রি. সকাল- ১১:০০ টা**
	খ-গ্রুপ	তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণি	তোমার আপন পতাকা; কবি-হাসান হাফিজুর রহমান	
	গ-গ্রুপ	ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি	রিপোর্ট ১৯৭১ : কবি-আসাদ চৌধুরী	
	ঘ-গ্রুপ	নবম-দশম শ্রেণি	বাতাসে লাশের গন্ধ : কবি-রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	

	গ্রুপ	শ্রেণি	বিষয়	সময়
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (অনাধিক ২০০০) শব্দ	ক-গ্রুপ	নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি	বাংলাদেশ আমার গর্ব, বাংলাদেশ আমার অহংকার	**প্রবন্ধ জমাদানের শেষ তারিখ : ২০ মার্চ, ২০২৫**

শর্তাবলি ঃ

১। নির্ধারিত সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আগামী ২০/০৩/২০২৫ রোজ রবিবার বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে প্রতিযোগীর নাম, শ্রেণি, শ্রেণি রোল, শাখা, পিতা-মাতার নাম ও মোবাইল নম্বর প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে। প্রতিযোগী নিজে/অভিভাবক এসে নাম জমা দিতে পারবে।

২। প্রবন্ধ সর্বোচ্চ অনধিক ২০০০ শব্দ।

৩। প্রতি গ্রুপে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে অনধিক ৫ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৪। ২৬/০৩/২০২৫ বিকাল ৩:০০ টায় পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হবে।

৫। নির্ধারিত কবিতার ফটোকপি ইনস্টিটিউটে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য মুসলিম ইনস্টিটিউটের অফিসে সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে যোগাযোগ করা অনুরোধ জানানো হলো। মোবাইল : ০১৩০৯-২০১৭৬২

প্রধান শিক্ষক
ইউনিক প্রগ্রেসিভ স্কুল, ময়মনসিংহ

তারিখ : ১৭/০৩/২০২৫

বাতাসে লাশের গন্ধ - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	রিপোর্ট ১৯৭১ - আসাদ চৌধুরী
আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি, ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময় ? বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে, মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ- এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো, জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার। আজো তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়। এ-যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী, স্বাধীনতা-একি হবে নষ্ট জন্ম ? এ-কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল ? জাতির পতাকা খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন। বাতাশে লাশের গন্ধ- নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংসের তুফান। মাটিতে রক্তের দাগ- চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়। এ-চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না- তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার, নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পঁচা লাশ মুন্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বিভৎস্য শরীর ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে- আমি ঘুমুতে পারি না, আমি ঘুমুতে পারি না।	প্রাচ্যের গানের মতো শোকাহত, কম্পিত. চঞ্চল বেগবতী তটিনীর মতো স্নিগ্ধ, মনোরম আমাদের নারীদের কথা বলি, শোন। এসব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে বৃক্ষের আড়ালে সরে যায়- বেড়ার ফোকর দিয়ে নিজের রন্ধনে তৃপ্ত অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে শুধু মুখ টিপে হাসে। প্রথম পোয়াতী লজ্জায় আনত হয়ে কোঁচড়ে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা- সূর্যকেও পর্দা করে এ-সব রমণী। অথচ যোহরা ছিলো নির্মম শিকার সকৃতজ্ঞ লম্পটেরা সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গেছে- আমি তার সুরকার- তার রক্তে স্বরলিপি লিখি। মরিয়ম, যিশুর জননী নয় অবুঝ কিশোরী গরীবের চোমুহনী বেথেলহেম নয় মাগরেবের নামাজের শেষে মায়ে-ঝিয়ে খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিলো, অস্ফুট গোলাপ-কলি লহুতে রঞ্জিত হলে কার কী-বা আসে যায়।